



89693 - মলিাদুন্নবীর দিনে বতিরগকৃত খাবার খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

মলিাদুন্নবী (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মদিন) উপলক্ষে যে খাবার বতিরগ করা হয় সেটো খাওয়া জায়যে হবে কনি? কটে কটে এর সপক্ষে দলিল পশে করতে গিয়ে বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মদিনে আবু লাহাব দাসী আযাদ করায় আল্লাহ তাআলা তার জন্ম সদিনেরে শাস্তি লিঘু করছেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলামী শরিয়তে “ঈদে মলিাদুন্নবী” বলতে কিছু নহে। সাহাবায়ে কেরোম, তাবয়ীন, চার ইমাম ও অন্য আলমেগণ এমন কোন দিনি জানতনে না। বরং এ ঈদ বা উৎসবটি উদ্ভাবন করছে কিছু বদিআতী বাতনৌ গোষ্ঠী। এরপর থেকে মানুষ এ বদিআত পালন করে আসছে; অথচ আলমেগণ সর্বকালে ও সর্বস্থানে এ বদিআত সম্পর্কে মানুষকে হুশিয়ার করে আসছেন।

এ বদিআতেরে ব্যাপারে এ ওয়েব সাইটেরে [10070](#) নং, [13810](#) নং ও [70317](#) নং প্রশ্নোত্তরে সাবধান করা হয়েছে।

দুই:

এ দিনকে উপলক্ষ করে মানুষ যা কিছু পালন করে থাকে যমেন- মাহফলি করা, খাবার বতিরগ করা ইত্যাদি সব হারাম কাজ হসিবে গণ্য হবে। কারণ এর মাধ্যমে তারা আমাদের শরিয়তে একটি বদিআতী উৎসবকে চালু রাখতে চায়।

শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান ‘আল-বায়ান লিআখতায়ি বাযলি কুত্তাব’ (পৃষ্ঠা ২৬৮-২৭০) গ্রন্থে বলেন: কুরআন ও হাদসিে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত বধিনেরে অনুসরণ করার নরিদশে দয়ো হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ে নতুন কিছু প্রবর্তন করা থেকে নিষিধে করা হয়েছে- এটি কারো অজানা নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “বলুন, যদি তমেরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ তমেরকে ভালবাসবনে এবং তমেরে পাপরাশি মার্জনা করে দবিনে। আল্লাহ ক্షমাশীলও দয়ালু। [সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ৩১] তিনি আরও বলেন: “তমেরা অনুসরণ কর, যা তমেরে প্রতপালকরে পক্ষ থেকে অবতীরণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দয়িে কর্তাদরে অনুসরণ করো না।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৩] তিনি আরও বলেন: “তমেরকে এ নরিদশে দয়িছেন, যনে তমেরা উপদশে গ্রহণ কর। নিশ্চিতি এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে



চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সসেব পথ তমোদরেরকে তাঁর পথ থেকে বচ্ছিন্ন করে দবিলে।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নশিচয় শরেষ্ট সত্যবাণী হচ্ছো আল্লাহর কতিব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছো- নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ। সবচেয়ে নকিষ্ট বিষয় হচ্ছো- নব প্রবর্ততি বিষয়গুলো।” তিনি আরও বলেন: “যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কোন বিষয় চালু করে যা এতে নই সটো প্রত্যাখ্যাত”। সহি মুসলমিরে এ বর্ণনায় এসছে- “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদের দ্বীনে নই সটো প্রত্যাখ্যাত”।

মানুষ যে সব বদিআতরে প্রবর্তন করছে তার মধ্যে রবউল আউয়াল মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মবার্ষিকী পালন করা অন্যতম। এ জন্মবার্ষিকী পালন করার ক্ষত্রে তারা কয়কে শ্রণীর:

এক শ্রণী যারা শুধু জমায়তে হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্ম কাহনী পড়ে; কথিবা এ উপলক্ষে আলোচনা পশে করে ও কাসদি পাঠ করে।

আর কটে আছে খাবার-দাবার ও মষ্টিন্ন তরী করে উপস্থতি লোকদরে মাঝে বতিরণ করে।

কটে আছে মসজদি এ অনুষ্ঠানরে আয়োজন করে; কটে আছে বাড়ীতে আয়োজন করে।

আর কটে আছে শুধু এ সবরে মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও অনকে হারাম ও গরহতি কাজে লপিত হয়; যমেন নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো, নাচগান, কথিবা বিভিন্ন শরিকমশ্রিতি কার্যাবলী যমেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নকিট সাহায্য চাওয়া, তাঁকে ডাকা, শত্রুর বন্দিধে বজিযী হওয়ার জন্য তাঁর মদদ চাওয়া ইত্যাদি।

মলিাদ অনুষ্ঠানরে এ নানাবধি ধরন ও প্রকারসহ এটি একটি হারাম কাজ ও উত্তম ত্র-প্রজন্মরে উত্তরকালে প্রবর্ততি বদিআত।

ষষ্ঠ হজরী কথিবা সপ্তম হজরীতে প্রথমবাররে মত এ বদিআতটি চালু করনে আরবলিরে বাদশা আবু সাঈদ (সাঈদরে পতি) আল-মুজাফফর কুকবুরি; যমেনটি উল্লেখ করছেন ইতিহাসবদি ইবনে কাছরি ও ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ।

আবু শামা বলেন: মোসুলে প্রথমবাররে মত এ বদিআতটি পালন করনে একজন মশহুর দ্বীনদার মানুষ- শাইখ উমর বনি মুহাম্মদ আল-মোল্লা। এরপর আরবলিরে বাদশা ও অন্যরা তাকে অনুসরণ করনে।

হাফযে ইবনে কাছরি “আল-বদিয়া” গ্রন্থে (১৩/১৩৭) আবু সাঈদ কুকবুরি এর জীবনীতে লখিনে: “তনি রবউল আউয়াল মাসে মলিাদুনবী পালন করতনে এবং বিশাল অনুষ্ঠান করতনে...। এক পর্যায়ে তনি বলনে: আল-সবিত বলেন: মুজাফফর কর্তৃক মলিাদুনবী উপলক্ষে আয়োজনকৃত ভোজানুষ্ঠানে যারা হাজরি হয়েছেন এমন একজন বলেন যে, সে অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার ভূনা মাথা, দশ হাজার মুরগী, একলক্ষ দুধরে পয়োলা এবং ত্রশি হাজার মষ্টিন্নরে প্লেটে উপস্থাপন করা হত...। এক পর্যায়ে



তিনি বলেন: সুফি গান শুনান ব্যবস্থা থাকত জোহর থেকে ফজর পর্যন্ত। বাদশা নজি তাদরে সাথে নাচত।[সমাপ্ত]

ইবনে খাল্লিকান তাঁর ‘ওফাইয়াতুল আইয়ান’ নামক গ্রন্থে (৩/২৭৪) বলেন:

সফর মাস এলে তারা সবে গম্বুজগুলোকে সতৌন্দর্যমণ্ডতি বলাসবহুল সাজে সাজাত। প্রত্যেকে গম্বুজে একদল গায়ক বসত; একদল সাধক ও বাদক দল থাকত। ঐ গম্বুজগুলোর প্রত্যেকেটি তলাতে এদের একদল থাকত।[সমাপ্ত]

অতএব, এ বদিআত উদযাপনের মধ্যে রয়েছে- এ দিনে নানা রকমের খাবার-দাবার প্রস্তুত করা, খাবার বতিরণ করা, মানুষকে সবে ভোজরে দাওয়াত দেয়া। সুতরাং, কোন মুসলমান যদি এসব কিছুতে তাদরে সাথে অংশ গ্রহণ করে, তাদরে প্রস্তুতকৃত খাবার খায়, তাদরে দস্তরখানে বসে নাঃসন্দেহে সটো এ বদিআত উদযাপনের মধ্যে পড়বে; এটি তাদরকে এ বদিআত উদযাপনে সহযোগিতা করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা পরস্পর পরস্পরকে নকৌ ও তাকওয়ার ক্ষত্রে সহযোগিতা কর; পাপকাজ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষত্রে সহযোগিতা করো না।[সূরা মায়দা, আয়াত: ২]

এ কারণে সবে দিনকে উপলক্ষ করে প্রস্তুতকৃত খাবার খাওয়া হারাম মরমে আলমেগণ ফতয়ো দয়িছেনে এবং অন্য কোন বদিআত উৎসব উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত খাবার খাওয়াও হারাম ফতয়ো দয়িছেনে।

শাইখ বনি বায়কে নমিনোকৃত প্রশ্নটি জিজ্ঞেসে করা হয় (৯/৭৪):

মলিাদুননী উপলক্ষে জবাইকৃত পশুর গশেত খাওয়ার হুকুম কি?

জবাবে তিনি বলেন: যদি যার মলিাদ (জন্ম বার্ষিকী) তাঁর জন্ম এ পশু জবাই করা হয় তাহলে এটি শরিকে আকবার (বড় শরিক)। আর যদি গশেত খাওয়ার জন্ম জবাই করা হয় তাতে কিছু নহে। তবে কোন মুসলমানের সবে গশেত খাওয়া উচতি নয়; সবে অনুষ্ঠানে যাওয়া উচতি নয়; যাতে করে মুসলমান কথা ও কাজরে মাধ্যমে বদিআতীদরে বরিদ্ধে প্রতবিাদ জানাতে পারনে। আর যদি তাদরকে নসহিত করার উদ্দেশ্যে উপস্থতি হতে চান সটো করতে পারনে; তবে তাদরে খাবার বা অন্য কিছুতে অংশ গ্রহণ করবে না।[সমাপ্ত]

এ বিষয়ে এ ওয়েব সাইটে আরও কিছু ফতয়ো রয়েছে; যমেন দেখুন 7051 নং ও 9485 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।